২৬

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিলিমিনারি

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী – দেশের এই ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের মাস্টার্স প্রিলিমিনারি কোর্সটি উঠিয়ে দেবার চেষ্টা পেয়েছিল গত বছরই। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধিক ছাত্রছাত্রীর অব্যাহত চাপে সেশন জট, আবাসিক সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছে। এ অবস্থায় নবগঠিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পাস ছেলেমেয়েদের দায় তারা নেবে কেন? ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিলিমিনারিতে আসন রয়েছে ৪ হাজারের কিছু বেশি। এ পরিমাণ ছাত্রছাত্রী কমাতে পারলেও কিছু ঝামেলা কমে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ মনোভাব ব্যক্ত করছে গত ক'বছর ধরেই।

এ প্রেক্ষাপটে ডিগ্রি পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই ছাত্রছাত্রীদের মাঝে গুঞ্জন উঠেছিল, এবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের ভর্তির সুযোগ দেবে কিনা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত পাকা ছিল যে, আর নয় – এবার থেকেই প্রিলিমিনারি বন্ধ। ছাত্রছাত্রীরা তাকিয়ে ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপানে। এর পর দীর্ঘদিন ধরে চলেছে সিদ্ধান্তহীনতা, অস্বস্তিকর নীরবতা।

অবশেষে গতবারের মতোই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎপরতা শুরু হয়েছে। ফলও ফলেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বলেছেন, সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবারও প্রিলিমিনারিতে ভর্তি করা হবে। তবে প্রতিটি বিভাগেই আসনসংখ্যা একটু একটু করে কমিয়ে দেয়া হবে। এ ঘটনা থেকে মনে হচ্ছে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও একইভাবে রাজি করাতে পারবেন।

এবার ডিগ্রিতে পাস করেছে ৫৬ হাজারের কিছু বেশি ছাত্রছাত্রী। এদের একটি বিরাট অংশ এখানেই ক্ষান্ত দিয়ে যার যার মতো কর্মজগতে ঢুকে পড়বে। কিন্তু বাকিদের অধিকাংশেরই স্বপ্ন অন্তত শেষ ডিগ্রিটা কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেবে। কলেজগুলোতে মাস্টার্স কোর্সের অবস্থা নানাদিক দিয়েই এমন যে, তা প্রথম বিচারে আকর্ষণ করে না। এবারও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে শুনে নিশ্চয়ই ঝুলে থাকা ছাত্রছাত্রীরা খুশি হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এভাবে টেনে টেনে আর কতদিন চলবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে চাপ কমানো দরকার, এ নিয়ে নিশ্চয় কেউ তর্ক করবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স কোর্সের মান বৃদ্ধির জন্যও অনার্স পাস করাদের সাথে পাস কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের নেয়া অনুচিত বলে মনে করা হচ্ছে। তাই একদা প্রিলিমিনারি চালু করা হয়েছিল বলেই এখনও তা যে কোন মূল্যে বজায় রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নারাজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা' করে চলতে হয়। সে অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্য দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত নেবে অচিরেই।

কিন্তু আসনসংখ্যা কমানো হচ্ছে। তার অর্থ বোধ করি কমিয়ে কমিয়ে এক পর্যায়ে শূন্যে পরিণত করা। এটা মন্দের ভাল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে পরিষ্কার কর্মপরিকল্পনা নিয়ে জাতীয় ও ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাক। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ধীরে ধীরে প্রিলিমিনারি.কোর্সমুক্ত করার পাশাপাশি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি পাস ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ব দ্রুত বুঝে নিক। জানা গেছে যে, ডিগ্রি পাস ছাত্রছাত্রীদের স্নাতকোত্তর পড়াশোনার জায়গা করে দেবার জন্য কলেজগুলোর মান উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিবেচনা করে দেখছে। প্রস্তাবটিতে কলেজে মাস্টার্স পড়ানোর প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। খবরটি ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্বস্তিকর হওয়ার কথা, ডিগ্রি ছাত্রছাত্রীদের জন্যও আনন্দের। প্রতিবছর তাদের উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নেবে কি নেবে না। তাছাড়া গত বছর নাকি ১৫ হাজারের মতো ছাত্রছাত্রী মাস্টার্স পড়তে দেশের ৩৪টি কলেজে ভর্তি হয়েছিল। এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। নতুন ব্যবস্থাধীনে কলেজগুলোর মাস্টার্স কোর্সের মানের উন্নয়ন ঘটলে এরা উপকৃত হবে। তখন হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিলিমিনারি পড়তে না পারার দুঃখ কিছুটা হলেও ঘুচবে।